দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

06 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

186

040

রামছাগল—বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

06 APR 1989 5/3

দৈনিক বাংলা

"রামছাগলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?" এই রকম একটা প্রশ্ন এসেছিল এবারের এসএসসি পরীক্ষায়। চলতি সালের এই পরীক্ষাটি নানা কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সবচাইতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে রামছাগল সংক্রান্ত এই প্রশ্নটির কারণেই।

শোনা গেছে, প্রশ্নটি পেয়ে পরীক্ষার্থীদের দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এটা নাকি সংশ্লিষ্ট পেপারের সিলেবাসে ছিল না। তাছাড়া, তারা নিজেরাও স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে রামছাগল নিয়ে কখনো গবেষণা তো করেইনি এবং এটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেনি।

পরীক্ষার্থীদের সবচাইতে ফ্যাসাদে ফেলেছিল 'বিশেষ' 'বৈশিষ্ট্য' শব্দগুলো। কারণ, কেন কোন ছাত্রের এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের মতেও দু'টো শব্দের এখানে কোন প্রয়োজন নেই। ওটা ভাষার ভুল।

আমাদের অবশ্য তা মনে হয় না। যারা সেকেন্ডারী স্কুলের বই লিখেছেন কিংবা যারা পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করেছেন ছাত্রদের কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের চাইতে তাদের ভাষাজ্ঞান কম—এটা কি হতে পারে? শুনেছি, বোর্ডের বই লেখকরা আর প্রশ্নকর্তারা সবাই ভাষার আড়তদার। সুতরাং তারা ভুল করবেন একথা ভাবা কি সমীচীন?

তাছাড়া, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেও রামছাগলদের কেবল বৈশিষ্ট্যই নয়, বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার কথা। টেকস্ট বুক বোর্ডের বইতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে যে প্রাণীটির মাংস আমাদের সবচেয়ে পরিচিত তা হল ছাগল। মুরগী নয়, হাঁস নয় এমন কি গরু-মোষও নয়, মাংসের জন্য সবচেয়ে পরিচিত যদি ছাগল হয়, তাহলে সেই জনপ্রিয়তার জোরে রামছাগল কি "বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত" হতে পারে না?

যাই হোক, পরীক্ষার্থীরা ঐ প্রশ্নটির জবাবে কে কি লিখেছে যদি লিখে থাকে, তা নিয়ে একটি 'বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত' জরিপ চালিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। এখানে সেই জরিপলব্ধ ফসল পাঠকদের গোচরে আনতে চাই।

পরীক্ষার্থী—ছাগল আর রামছাগল এক প্রাণী নয়, যদিও দু'টোর মধ্যে বেশ কিছু সামঞ্জস্য আছে; সুতরাং দু'টোকে প্রায় একই প্রজাতির প্রাণী বলে দাবী করা যেতে পারে। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে আকারে: ছাগল ছোট, রামছাগল বড়। ছাগল ছোট বলে সেটাকে তিনটে অক্ষরে লেখা হয়ে থাকে; কিন্তু রামছাগল বড় বলে তার আদিতে "রাম" শব্দটি জুড়ে দিয়ে শব্দটাকে পাঁচ অক্ষরে আনা হয়েছে। এভাবে ছাগলের সঙ্গে রামছাগলের পার্থক্য যেমন নির্ণয় করা হয়েছে তেমনি তার মর্যাদাও সমুন্নত রাখা হয়েছে। বস্তুতঃ এই মর্যাদাই হচ্ছে রামছাগলের "বিশেষ বৈশিষ্ট্য"।

অন্য একজন পরীক্ষার্থী—রামছাগলের কেবল বিশেষত্ব কিংবা বৈশিষ্ট্য যদি প্রশ্নের বিষয় হত, তাহলে প্রশ্নটাই নিছক ছাগসুলভ হত। ছাগল ও রামছাগলের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। আর তা ঐ প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায়। আমরা সবাই বলে থাকি পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।—এর অর্থ হল ছাগল সর্বভুক প্রাণী। ঘাস থেকে শুরু করে পরীক্ষার খাতা, প্রশ্নপত্র এমনকি টেলিফোনের তারও খেয়ে থাকেন। "বিশেষ বৈশিষ্ট্যের" কারণে সম্মানার্থে আপনি। পরশুরাম ছাগচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন তারা বাদ্যযন্ত্রের সব নরম অংশই নির্বিচারে ভক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু রামছাগল সম্পর্কে এমন অবমাননাকর উক্তি বাংলা প্রবচনেও নেই; কোন লেখকও তাদের সম্পর্কে এমন অমর্যাদাকর মন্তব্য করেননি। অন্যদিকে, জীবিত রামছাগলদের সম্পর্কে যাদের সামান্য পরিচয়ও আছে, তারাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তাদের খাদ্যাখাদ্য জ্ঞানই কেবল প্রবল নয় তারা অত্যন্ত শিষ্ট প্রাণীও বটে। জন্মগত শিষ্টাচারের জন্য তারা তাদের প্রতিপালকদের জনগণের অতি প্রিয়। এই শিষ্টাচারই; স্যার, রামছাগলদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। লম্বা ও পাকানো শিং থাকলেও তারা কখনো জ্ঞানতঃ কাউকে তাড়া করেন না। যুদ্ধংদেহী ভাব প্রকাশ করেন না। কোন ব্যাপারে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হলেও তারা সেরেফ 'ব্যা ব্যা ব্যা' করেই সবিনয়ে তা নিবেদন করেন। বস্তুতঃ আজকের হিংসাদ্বেষ, বিক্ষোভ প্রপীড়িত মানবজাতিকে রামছাগলদের কেবল মাংস ভক্ষণ করে উদর তৃপ্ত করলেই চলবে না, শিষ্টাচারও শিখতে হবে রামছাগলদের নিকট থেকেই। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালী কবি, পিঁপড়ের কাছ থেকে খাদ্য সঞ্চয়, মৌমাছিদের নিকট থেকে মধু আহরণ এবং ছোট পাখিদের নিকট থেকে বাসগৃহ সংস্থানে উৎসাহিত হবার নসিহত খয়রাত করলেও রামছাগলের মতো অমন একটি বৃহদাকায় নিরীহ, ভদ্র ও সজ্জন প্রাণীর নিকট থেকে শিষ্ঠাচারের দীক্ষা গ্রহণে প্ররোচিত করার ব্যাপারে রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করে গেছেন।

অপর একজন পরীক্ষার্থী—সুদূর বিহার অঞ্চল থেকে বিহার করতে করতে রামছাগল বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন এবং যমুনা নদী পার হয়েছেন বলে বোর্ডের বইতে বলা হয়েছে। কিছু কিছু রামছাগল ঢাকাতেও পৌঁছেছেন সেই আদিকালেই। তাদের বংশধররা এখনো বেঁচে আছেন এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি অসীম সম্মানবোধে বোর্ডের বইতে তাদের "বিশেষ বৈশিষ্ট্য" নিয়ে আলোচনা করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দুঃখের বিষয় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে, রামছাগলরা যে অত্যন্ত সন্তরণকুশল প্রাণী সে কথা লিখতে পারি নাই।

প্রশ্নঃ সন্তরণশীল বলে মনে হবার কারণ?

উত্তরঃ কেন? বইতেই তো বলা হয়েছে যে রামছাগলরা যমুনা পাড়ি দিয়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই তারা উড়াল দিয়ে যমুনা পার হন নাই; কিংবা হেঁটে আসেন নাই। নিশ্চয়ই তাদের সাঁতরেই যমুনা পাড়ি জমাতে হয়েছে। তবে, স্যার, মনে রাখতে হবে যে বিহার আর ঢাকার মধ্যে কেবল যমুনা নয়, আরও নদী আছে। সেগুলোও তাদের সাঁতরে পাড়ি জমাতে হয়েছে। আমরা তাই সন্তরণকুশলতাকে রামছাগলদের 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। এইসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ বছরের সকল এসএসসি পরীক্ষার্থী দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করছি যে রামছাগলদের সম্পর্কে আমাদের আরও জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন আর সে জন্য রামছাগল বিজ্ঞান নামে একটি "বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত" বিজ্ঞান দরকার। টেকস্টবুক বোর্ড ও ঢাকা বোর্ডের স্বাজাত্যাভিমানীদের উপর গবেষণা চালিয়ে এই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

অপর এক পরীক্ষার্থী—আমাদের পাড়ার কোবরেজ মশাই-এর দোকানের দেয়ালে একটি ধন্বন্তরী ওষুধের নাম খোদিত আছে। দাওয়াইটি হল "ছাগলাদ্যঘৃত"। আমার এক প্রশ্নের জবাবে কোবরেজ মশাই জানিয়েছেন যে সাধারণ ছাগল নয়, একমাত্র রামছাগলের লাদি থেকে ঐ "বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত" দাওয়াই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

এরপর আমরা একজন বিশিষ্ট রামছাগলপালকের সঙ্গে দেখা করি এবং পরীক্ষার্থীরা রামছাগলের "বিশেষ বৈশিষ্ট্য" সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছে তা তার গোচরে আনয়ন করি।

তিনি বললেনঃ "পরীক্ষার্থীরা ছাগচরিত যথার্থই অনুধাবন করেছে। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কিছু নিবেদন আছে। তা হলঃ আমরা ইংরেজদের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে গরুর উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করেছি। আমাদের রচনার বইতে কেবল গরু আর গরু। সেখানে রামছাগলের মতো প্রাণীর কোন স্থান নেই। আমাদের সাহিত্য বিশেষ করে টেগোরের কবিতায় শরৎ বাবুর উপন্যাসে গরুরাই কেবল শিং উঁচু করে চলেছে। টেকস্ট বুক বোর্ডের বিজ্ঞান ও রচনা বইয়ে গরুরই প্রচন্ড আধিপত্য। উপেক্ষিত হয়েছে রামছাগল। আমার আবেদন, আজ এসএসসি পরীক্ষার বদৌলতে রামছাগলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ আবিষ্কৃত হবার ফলে সাহিত্য ও বিজ্ঞান থেকে এখন গরুদের বিতাড়ন করে রামছাগলদের স্থান করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে রামছাগল বিজ্ঞানে অনার্স কোর্স খোলা দরকার।

—খোন্দকার আলী আশরাফ